PR_110_AQS
তারিখ: ৭ যিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরী, ৬ জুন ২০২২

আমাদের মায়েদের বুক খালি হোক, যদি আমরা প্রিয় নবীর ﷺ অবমাননার প্রতিশোধ নিতে না পারি

- ভারতে সৃষ্টির সেরা মানব ﷺ-এর শানে গোস্তাখীর প্রেক্ষিতে -

এই মহাবিশ্বের উপর, আসমানসমূহ ও যমিনের উপর, আল্লাহ তা'আলা ব্যাতীত কোন রব নেই, কোন স্রষ্টা নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই তাঁর হাবীব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন *মক্কা ও মদীনার* মুহাম্মাদ আল আরাবী, *আল-হাশেমী, আল-কুরাঈশীকে* (সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর স্ত্রীদের ও পরিবারের ওপর)। মহান আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন, আল্লাহর পর নবী-ই (ﷺ) হবেন বান্দাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর প্রিয় নবীর (ﷺ) ওপর অবতীর্ণ শরীয়তকে নির্ধারণ করেছেন চূড়ান্ত বিধান ও আইন হিসাবে, যা মহাবিশ্বের সকল কোনায়; যেখানেই প্রাণ আছে, সেখানেই প্রযোজ্য।

হিন্দুত্ববাদ মহান আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তবিরোধী দর্শন। কিছু দিন আগে হিন্দুত্ববাদের প্রচারক ও পতাকাবাহীরা মহান আল্লাহর পর যিনি সর্বাধিক সম্মানিত, সেই মুহাম্মাদ আল মুস্তফা, আহমাদ আল মুজতাবা (ﷺ) এবং তাঁর পবিত্র ও সম্মানিতা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা আয়েশা বিনতে আবু বাকর আস সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে নিয়ে নোংরা ও নিকৃষ্ট ভাষায় ভারতীয় টিভি চ্যানেলে কটূক্তি করেছে। অবমাননা করেছে। সারা বিশ্বের মুসলিমদের অন্তর আজ রক্তাক্ত, প্রতিশোধের আগুনে পূর্ণ।

দুনিয়ার সব উদ্ধত, নির্লজ্জ, অশ্লীলভাষীদের আমরা সতর্ক করছি, এবং আমরা বিশেষভাবে সতর্ক করছি ভারতের দখলদার হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের। আমরা আমাদের নবীর (ﷺ) সম্মানের জন্য লড়াই করবো, জীবন দেবো এবং অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবো। আমাদের প্রিয় নবীকে (ﷺ) যারা অপমান করার স্পর্ধা দেখায় তাদের আমরা হত্যা করবো। যারা প্রিয় নবীর (ﷺ) শানে গোস্তাখী করে, নিজেদের শরীরে এবং আমাদের সন্তানদের শরীরে বিস্ফোরক বেঁধে আমরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) পুরো মানবজাতির গর্ব, যারা তাঁকে আক্রমন করার ধৃষ্টতা দেখায় তাদের কোন ক্ষমা নেই। তাদের জন্য কোন শান্তি এবং নিরাপত্তা নেই। কোন কিছুই তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবল দুঃখপ্রকাশ কিংবা নিন্দা জ্ঞাপনে হবে না। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ আল-কাহহার এর সাহায্যে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি, গেরুয়া সন্ত্রাসীরা যেন তাদের পরিণামের জন্য অপেক্ষা করে দিল্লী, বম্বে, উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাটে। নিজ ঘর কিংবা সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট, কোথাও তারা নিরাপদ থাকবে না। নিরাপত্তা পাবে না। আমাদের মায়েদের বুক খালি হোক, যদি আমরা প্রিয় নবীর (ﷺ) অবমাননার প্রতিশোধ নিতে না পারি!

এই জঘন্য ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা মুসলিম উম্মাহকে; বিশেষভাবে ভারতের হাতে জুলুমের শিকার উপমহাদেশের মুসলিম ভাইদের বলছি—আমরা আপনাদের সান্ত্বনা জানাচ্ছি এবং সুংসবাদ দিচ্ছি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর (রাহিমাহুল্লাহ) নিচের কথাগুলো দিয়ে:

> "...(অবস্থা এমন হতো যে) আমরা দুর্গ জয়ের আশাও প্রায় খুইয়ে বসতাম। কিন্তু যখনই অবরুদ্ধ দুর্গের অধিবাসীরা আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর অবমাননায় লিপ্ত হতো, এবং তাঁর শানে গোস্তাখী করতো, তখন এর পতন আমাদের খুবই নিকটবর্তী মনে হতো। হঠাৎ করে অবস্থা আমাদের অনুকূল হতে শুরু করতো। এবং কয়েক দিনের ব্যবধানে দুর্গের পতন হতো। অতঃপর আমাদের পরিপূর্ণ বিজয় আসতো আর দুশমন হতো সম্পূর্ণভাবে পরাজিত। বর্ণনাকারীরা আরো যুক্ত করেছেন, 'এরকম ঘটনা এতো বেশিবার সংঘটিত হয়েছিল, যখনই আমরা এই হতভাগ্যদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যবানদারাজি করতে শুনতাম, যদিও এতে আমাদের রক্ত টগবগ করতো, কিন্তু আমরা একে আসন্ন বিজয়ের ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ করতাম'।

বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন মাগরিবের (উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুস) ব্যাপারেও। সেখানেও খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল”।[১]

আমরা আমাদের উপমহাদেশের ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের নবী (ﷺ), আস-সাদিক আল-আমিন; যার সত্যবাদীতা সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে, আমাদের হিন্দুস্তানের যুদ্ধের (গাযওয়ায়ে হিন্দ) এবং এতে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। একই সাথে আমরা ভারতের শাসকদের সুসংবাদ দিচ্ছি হত্যা, ধ্বংস, ফাঁসি, এবং শেকলে আবদ্ধ হবার!

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৩, সূরা আস-সফ: ৯]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا الأمين، آمين-

---

অনুবাদ ও প্রকাশনা

[১] সূত্র: আস সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা-১২৩